দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ০৩ অক্টো ২৭ ১৯৯৯ ..
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৭ ......

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী তদারকি প্রসঙ্গে

সরকার দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজে বর্তমান বেতনের ৮০%-এর স্থলে ১০০% প্রদান করার পদক্ষেপ নিতেছেন। বেসরকারী শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন বঞ্চনার শিকার। বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষকগণকে বেতনভাতার ২০% পাইতে প্রতিষ্ঠানের কারণেই হউক আর কমিটির কারণেই হউক ভীষণ বেগ পাইতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ২০% তাহারা আদৌ পান না প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সমস্যার কারণে। বেতনের ১০০% প্রদানের সরকারী ঘোষণা বেসরকারী শিক্ষকদের যে উৎসাহিত করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা তদারকি কিংবা প্রশাসন পরিচালনার জন্য অদ্যাবধি উপজেলা পর্যায়ে কোন কার্যালয় কিংবা কর্মকর্তা নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পের থানা প্রজেক্ট অফিসারদের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার একাডেমিক সুপারভিশন-এর দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। এদিকে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান তদারকির জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসার বা সহ-উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ ৪/৫ জন বা ততোধিক কর্মকর্তা আছেন। আর তাই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদারকি করিবার জন্যও এক বা একাধিক কর্মকর্তা নিয়োগ এবং কার্যালয় স্থাপন জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। এ ব্যাপারে কিছু প্রস্তাব রাখিতেছিঃ

ক) ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রত্যেকেই সম্মান ও মাষ্টার ডিগ্রীধারী এবং প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। তাই তাহাদেরকে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষা কর্মকর্তা হিসাবে পরিপূর্ণভাবে স্থায়ী দায়িত্ব প্রদান করা হউক।

খ) বি,সি,এস (শিক্ষা) ক্যাডারভুক্ত করিয়া উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তাগণকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হউক এবং বর্তমান উপবৃত্তি কার্যালয়কে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপজেলা কার্যালয়ে রূপান্তর করা হউক।

গ) উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, বেসরকারী কলেজসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত সকল প্রকার প্রশাসনিক এবং একাডেমিক দায়িত্ব বর্তমান থানা প্রকল্প কর্মকর্তাদেরকে প্রদান করা হউক এবং শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যেই উক্ত কর্মকর্তাগণ এতদসংক্রান্ত সরকারী গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করিতেছেন যাহা তাহাদের অভিজ্ঞতা হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। ১০০% বেতন-ভাতা প্রদানের পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারী তদারকির ব্যবস্থা করা অবশ্যই প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এ,কে,এম, আলী জিন্নাহ,
থানা প্রজেক্ট অফিসার,
এফ,এস,এস,পি,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর,
দাগনভুঁইয়া, ফেনী।